بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন – ১৫

পরিবেশনায়

শাবান || ১৪৩৮ হিজরী

‘যে তার সম্পদ রক্ষার জন্য নিহত হল, সে শহীদ...’

আল সাউদ শাসকেরা, এবং অন্য সকল ধর্মত্যাগীরা আজ বাতিল, ধ্বংসের উপযুক্ত কিছু লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা হোয়াইট হাউসের ঘৃণিত ক্রুসেডরদের প্রধান, ট্রাম্পের কাছে আনুগত্য স্বীকার এবং তার প্রতি এই শাসকরা বায়াহ নতুন করে আদায় করে তাদের অবস্থান আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে। আল সাউদের এই শাসকদের সাথে অংশগ্রহণের খাতিরে ক্রুসেডর ট্রাম্প আল সাউদের এই শাসকদের কাছে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্ধেক(৫০০ বিলিয়ন ডলার) এর চুক্তির প্রস্তাব করেছে জামানার হুবাল দেবতা আমেরিকার গোলামীর বিনিময়ে, যাতে করে এরা নিজেদের সিংহাসন এর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায় এবং তাদের পরবর্তীতে তাদের সন্তানেরা বিলাদুল হারামাইনকে নিশ্চিতভাবে শাসন করতে পারে।

আমরা যদি এই অর্থের পরিমান টাকে যোগ করে ১ ট্রিলিয়ন (১০০০ বিলিয়ন) ধরে নেই, যা আল সাউদের এই পথভ্রষ্ট শাসকেরা ক্রুসেডরদের ভূমি আমেরিকায় বিনিয়োগ করার ঘোষণা দিয়েছে, এই ‘জিজিয়া’ যা আল সাউদ ক্রুসেডর আমেরিকাকে বিলাদুল হারামাইনে তাদের কার্যক্রমকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদের সিংহাসন রক্ষা এবং মুসলিম বিশ্বের উপর তাদের প্রভাবকে ধরে রাখার জন্য দিতে যাচ্ছে, একটা সহজ সমীকরণে আমরা দেখতে পাই, যদি এই বিরাট অঙ্কটি আমাদের বিলাদুল হারামাইনের জনগণের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়, তাহলে প্রতিটি পরিবার ২,০০,০০০ ডলার, মানে ৭৫০ রিয়াল করে ভাগে পাবে। যা বিলাদুল হারামাইনের জনগণের দীনতা, প্রয়োজন, বেকারত্ব সব ঘুচিয়ে দিতে পারে, জাতি এই মিলিয়ন ডলার থেকে উপকারী হতে পারতো, বিশ্বের হতদরিদ্র মুসলিমরাও এই মিলিয়নসম অর্থ থেকে উপকারী হত।

আল সাউদের শাসকরা সহ মুসলিম বিশ্বের নামধারী নেতারা বিশ্বাসঘাতকতায় ভর্তি এই সভায় নিজেরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে, এবং এমন এক ধর্মত্যাগী, মুরতাদ বাহিনী প্রস্তুত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে যারা সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধোঁয়া তুলে প্রকৃতপক্ষে জিহাদের বিরুদ্ধে, মুজাহিদিনদের সাথে যুদ্ধ করবে। এবং এই ঘোষণার পর্বটি ঘটেছে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এক রাজধানীতে, রিয়াদ; যা চরমপন্থা, পশ্চাৎপদতা এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের নামের আড়ালে

মূলত বিশ্বাস, পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধ অঙ্গিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং আল্লাহ্ সুবাহানুহুই আমাদের একমাত্র কার্যনির্বাহী।

এ হচ্ছে রিয়াদে ঘটে যাওয়া ন্যাক্কারজনক সেই সামিটের সারমর্ম মাত্র। তো, মুসলিমরা এবং তাদের আলিমগণ, সামনের কঠিন দিনগুলোর জন্য কি করার প্রস্তুতি নিয়েছেন যা দিয়ে এই ভয়ংকর মুরতাদদের জঘন্য চিন্তা, তাদের এই পরিস্কার বিশ্বাসঘাতকতা এবং এই অভূতপূর্ব চৌর্যবৃত্তির মুখোমুখি হওয়া যায়?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সহিহ হাদিসে বলেছেন –

“যে তার সম্পদ রক্ষার জন্য নিহত হল সে শহীদ। যে তার ধর্ম রক্ষার জন্য নিহত হল, সে শহীদ। যে তার রক্ত রক্ষার জন্য নিহত হল, সে শহীদ। যে তার পরিবার রক্ষার জন্য নিহত হল, সে শহীদ।”

তো, এই হল সেই ক্রুসেডর এবং মুরতাদের দলেরা; যারা তোমার অর্থ চুরি করেছে, তোমার ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দিয়েছে, তোমার রক্তকে প্রবাহিত করেছে, তোমার সম্মানকে লুণ্ঠিত করেছে। আর কখন তোমরা আল্লাহ্ সুবাহানুহু ওয়া তাআলার দিকে ফেরত আসবে আর একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই যুদ্ধ করবে?

ক্রুশের পূজারীদের প্রতি সউদ পরিবারের অতিনমনীয়তার ধারাবাহিকতা